প্লট সামারী:

কলকাতার একদম শুরুতে আইনের ছাত্র রমেশ এবং বন্ধুর বোন হেমামালিনী মধ্যে কোমল প্রেম প্রস্ফুটিত হয়,কিন্তু গ্রামের বাড়ি থেকে তার বাবার জরুরী সমনে তার থাম্তে হয়।সেখানে,বাবা তার কর্তব্যরত ছেলের সাথে এক অসহায় বিধবার মেয়ে ‘সুশিলার’ সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়।রমেশ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ,স্বীকার করে যে তার হৃদয় অন্যের অন্তর্গত।বাথ বিধবার উত্‍সাহি আবেদন রমেশকে শেষ পর্যন্ত নরম করে দেয়।এবং শেষ পর্যন্ত ভারী হৃদয় নিয়ে রমেশ তা স্বীকার করে নিয়েছেন।বিবাহ যথাযথ অনুষ্ঠানের সাথে ঘটে;এবং রমেশ তার কনের সাথে নদীতে নৌকা করে কলকাতায় যাত্রা করলেন।শীঘ্রই এক ভয়াবহ ঝড় উঠে নদীতে ;যা নৌকাকে ডুবিয়ে পুরোপুরি নদীতে মন্থন করে ফেলে।কিছুক্ষণ পর সেই রাতেই,তারা ভরা আকাশের নিচে রমেশ তার চেতনা ফিরে পায়।কিছুদূর পরেই, সে অবচেতন এক অল্প বয়সী কনের রূপ দেখতে পায় পাশে।সে জীবিত তা বুঝতে পারে,এবং তাকে ‘সুশীলা’ বলে ডাকার পর সে তাতে সাড়া দেয়।সেখানে আর কাউকে মৃত অথবা জীবিত পাওয়া যায়নি।সেখান থেকে তারা দুজন কলকাতার ট্রেন ধরার জন্যে যাত্রা করলো, কনে বুঝতে পারছিলনা কেন তারা কাশী যাচ্ছে তবে তাঁর রায়কে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে।‘হেম’,তার সত্তিকারের ভালোবাসা, এই সম্পর্কে কিছুই জানেনা।রমেশ হেমের জন্মদিন থেকেই নিখোজ।তারা শুধু তার শহর থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার কথা জেনেছে,এর বেশি কিছু নয়।যদিও সে ভিতরে ভিতরে কষ্ট পাচ্ছিলো,তবুও আত্মবিশ্বাসী যে রমেশ শীঘ্রই ফিরে আসবেন।কলকাতায় রমেশের নতুন বাড়িতে ফিরে এসে কনের ভুল পরিচয়ের ঘটনাগুলি ধীরে ধীরে তার সামনে আসতে থাকে।জানতে পারে তার নাম ‘কমলা’ ,‘সুশিলা’ নয়।তাঁর স্বামী নলিনাক্ষ চ্যাটার্জী নামে একজন চিকিৎসক।রমেশ তার হদিস শনাক্ত করার জন্য একটি বিজ্ঞাপন লিখেছেলেন;কিন্তু তার ইচ্ছে করছেনা তার যত্নে থাকা সুশীলার হৃদয় ভাঙার।তাই রমেশ তাকে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দেয়।তবে হেমের তদারককারী ‘অক্ষয়’ রমেশের গোপন বিষয়টি শীঘ্রই জানতে পেরে যায় এবং হেমের কাছে ইতিবাচক প্রমাণ নিয়ে আসে।রমেশ, এইরকম কেলেঙ্কারী সামলাতে না পেরে কমলাকে নিয়ে গোরক্ষপুরে লুকিয়ে থাকতে চায়। হেমকে তার তার বাবা কাশিতে নিয়ে আসে এই ঘটনা ভুলে যেতে সাহায্য করবে বলে।সেখানে হেম নলিনক্ষের দেখা পান এবং তারা একে অপরকে চিনে নেয়। এরই মধ্যে, সম্পর্কের মিথ্যাচারের বিশালতা একটি পুরানো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পড়ে ‘কমলা’ বুঝতে পেরেছেন,এবং তা দেখে নিজেকে নদীতে ডুবিয়ে ফেলার সংকল্প করেন। রমেশ ফিরে এসে কমলার সুইসাইড নোটটি পেয়ে যায়, তাকে সর্বত্র অনুসন্ধান করেও কোন লাভ হয় নি তখন।কিন্তু সে জানেনা যে কমলা একজন বারমুখ্যা দ্ধারা বেচে যায় এবং নলিনক্ষার মা এর কাছে আশ্রয় পায়।কমলা তখন সেখানে নলিনক্ষার সাথে তার আসল সম্পর্ক বুঝতে পারলেও সেটা প্রকাশ করতে পারেনি কারন নলিনক্ষার সাথে হেমের বিবাহ ঠিক হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত,কমলার শাড়ীতে গুজে রাখা বিজ্ঞাপনটি তারা দেখতে পেরে যায় এবং আসল সত্য সামনে আসে। রমেশ অবশেষে নলিনাক্ষকে খুজে পায় এবং তার বাড়িতে উপস্থিত হয়।এই পুরো গণ্ডগোল আমাদের মনে ও মাথায় বৈধতা বা অন্যথায় সামাজিক সম্মেলনের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। সত্যিকারের ভালবাসা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছে কিনা তা নিয়ে দর্শকদের ভাবনার রাখা হয়।